পটভূমি

গ্রামকে সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূলভিত্তি এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার লক্ষ্য নিয়ে ১১৯৭ কোটি টাকার প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০০৯ সালে 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্প যাত্রা শুরু করে। দারিদ্র্য হ্রাস করে দেশকে একটি মধ্য আয়ের দেশে রূপান্তরকল্পে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ এবং একই সাথে সংবিধানের ৭, ৯, ১০, ১৪, ১৫ ও ১৬ অনুচ্ছেদসমূহের সাথে সঙ্গতি রেখে নির্ধারিত হয়েছিল প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও বাস্তবায়ন কৌশল। এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত প্রতিটি পরিবারের বিদ্যমান সম্পদের সাথে পুঁজি, শ্রম ও আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে প্রতিটি বাড়িকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী পরিবার হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় ইতিমধ্যে ৯,৬৪০ টি গ্রামের ৫,৭৮,৪০০টি সুবিধাভোগী পরিবারের মধ্যে দুধেল গাভী, গৃহ নির্মাণ সামগ্রী, শাক-সব্জির বীজ, হাঁস-মুরগী ইত্যাদি বিতরণ করা হয়েছে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্ন ছিল ক্ষুধা ও দারিদ্র মুক্ত সোনার বাংলা। সে স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের রূপকার জননেত্রী শেখ হাসিনা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র নির্দেশে সারা দেশে সমতার ভিত্তিতে নতুন আঙ্গিকে এ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যার প্রস্তাবিত বাজেট ৫,৯২৫ কোটি টাকা।

অভিষ্ঠ জনগোষ্ঠী

বাংলাদেশের গ্রামীণ জনপদের দরিদ্র জনগোষ্ঠীসহ সকল নাগরিক হবে এই প্রকল্পের মূল ও প্রাথমিক উপকারভোগী। প্রকল্পাধীনে মোট ৮৫ হাজার গ্রামের ৫১ লক্ষ (গ্রাম প্রতি ৬০টি) অতি দরিদ্র/দরিদ্র পরিবারসহ গ্রামের অন্যান্য পরিবার এর অন্তর্ভূক্ত হবে। প্রত্যক্ষ উপকারভোগী কমপক্ষে ২ কোটি ৫৫ লক্ষ (পরিবার প্রতি ০৫ জন সদস্য) এবং পরোক্ষভাবে উপকারভোগীর সংখ্যা আনুমানিক ২৫ লক্ষ পরিবার অর্থাৎ ১ কোটি ২৫ লক্ষ জনগণ অর্থাৎ মোট উপকারভোগী প্রায় ৩ কোটি ৮০ লক্ষ। প্রকল্প বাস্তবায়নে উপকারভোগী বাছাই থেকে শুরু করে সকল পর্যায়ের কাজ যথার্থভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের প্রতিটি বাড়িতে একটি খামার সৃজন করার মধ্য দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ বাস্তবায়ন করা হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) লীড এজেন্সী, সমবায় অধিদপ্তর, বার্ড (কুমিল্লা) এবং আরডিএ (বগুড়া) প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগী সংস্থা হিসেবে কাজ করছে। সম্প্রসারিত আকারে কার্যক্রম বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসনকে মূল দায়িত্ব প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রকল্পের লক্ষ্য

"একটি বাড়ি একটি খামার" প্রকল্পের মূল লক্ষ্য প্রতিটি পরিবারকে মানব ও অর্থনৈতিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই আর্থিক কার্যক্রমের একক হিসেব গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে ২০১৫ সালের মধ্যে জাতীয় দারিদ্র ৪০% থেকে ২০%-এ নামিয়ে আনা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সমূহ :-

* দেশের সকল (৮৫০০০) গ্রামের ৫১ লক্ষ দরিদ্র/অতিদরিদ্র (প্রতি গ্রামে ৬০টি) পরিবারসহ সমিতিভূক্ত সকল পরিবারকে গ্রাম সংগঠনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মূল কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা।
* ২০১৩ সালের মধ্যে গ্রামের প্রতিটি পরিবারকে কৃষি, মৎস্য চাষ, পশু পালন ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে একটি কার্যকর "খামার বাড়ি" হিসেবে গড়ে তোলা।
* ২০১১ সালের মধ্যে প্রতি গ্রাম থেকে ৫ জন করে (কৃষি, পশু পালন, হাঁস-মুরগী পালন, মৎস্য চাষ, বৃক্ষ নার্সারী ও হর্টি কালচার ট্রেডের প্রতি বিষয়ে একজন) মোট ৪,২৫,০০০ সদস্যকে জীবিকাভিত্তিক প্রশিক্ষণ দিয়ে খামার স্বেচ্ছাসেবী গঠন করা এবং অন্যান্য বিষয়ে গ্রামকর্মী সৃজন করা।
* ২০১২ সালের জুনের মধ্যে ঋণ সহায়তার মাধ্যমে নিজে/সদস্যদের নিয়ে প্রতি গ্রামে ৫টি করে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষিত কর্মীদের বাড়ীতে মোট ৪,২৫,০০০ টি প্রদর্শণী খামার গড়ে তোলা।
* বর্ণিত খামার স্বেচ্ছাসেবীদের সহায়তায় আগামী ২০১৩ সালের মধ্যে অবশিষ্ট সরাসরি উপকারভোগী ৪৬,৬৭,০০০ পরিবারসহ গ্রামের অন্যান্য পরিবারে অনুরূপ খামার বা জীবিকাভিত্তিক কার্যক্রম নিশ্চিত করা।
* ২০১৩ সালের মধ্যে অনিবা- ভূমি মালিকদের ভূমিসহ গ্রামীণ সকল সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার ও সম্পত্তির মালিকানা নিশ্চিত করা।
* ২০১৩ সালের মধ্যে প্রকল্প থেকে গ্রাম সংগঠনের অতিদরিদ্র/দরিদ্র সদস্যদের মাসিক সঞ্চয়ের বিপরীতে সমপরিমান কন্ট্রিবিউটরি মাইক্রোসেভিংস প্রদানের মাধ্যমে প্রতিটি পরিবারের বছরে ব্যক্তি সঞ্চয় ন্যূনতম ৫,০০০/= টাকায় উন্নীত করা যা ২ বছরে ১০ হাজার এবং ৫ বছরে ৪০ হাজার টাকায় উন্নীত হবে।
* ব্যক্তি তহবিলে কন্ট্রিবিউটরি অর্থের অতিরিক্ত প্রতিটি সংগঠনকে বছরে তাদের নিজস্ব সঞ্চয়ের সমপরিমাণ প্রকল্প থেকে মূলধন সহায়তার মাধ্যমে দু'বছরে মোট ৯,০০,০০০/= টাকা গ্রাম সংগঠন তহবিল গড়ে তোলা।
* প্রধান কৃষি ফসলের পাশাপাশি আদা, হলুদ, পেঁয়াজ, রসুন, জিরা, মসলা, বিভিন্ন ফল এবং অন্যান্য অপ্রধান কৃষি ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রতিটি বাড়ি সংশ্লিষ্ট জমি ব্যবহার করা।
* মাছ চাষের পাশাপাশি গ্রামীণ জনগণের মাধ্যমে অন্যান্য aqua culture কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা।
* উপজেলা পর্যায়ে বর্তমান সুবিধা (বিআরডিবি/বিএডিসি'র গোডাউন) ব্যবহার করে একটি করে সমবায়ভিত্তিক বাজার ব্যবস্থাপনা, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ (হিমাগারসহ) ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
* কৃষিজাত পণ্যের সমবায় ভিত্তিতে মার্কেটিং ও প্রক্রিয়াজাত করার বিষয়ে লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের কার্যক্রম গ্রহণ করা।

প্রকল্পের মূল কার্যক্রম

উপকারভোগীদের সচেতন, সক্ষম ও স্বয়ম্ভর করে তোলার নিমিত্তে প্রকল্পে নিম্নবর্ণিত মূল কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ঃ

১. উপকারভোগী ও গ্রাম সংগঠন ঃ

প্রতিটি গ্রামে ৬০ জন দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারকে উপকারভোগী হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। দরিদ্র বলতে সাধারনত ভূমিহীন ও নিম্ন আয়ের পরিবারকে বুঝায়। যদি প্রথম ক্যাটাগরির উপকারভোগী না পাওয়া যায় তবে সর্বোচ্চ এক একর ভূমির মালিক এই প্রকল্পের আওতায় সদস্য হতে পারবেন। উক্ত সদস্যদের সমন্বয়ে গ্রাম উন্নয়ন সংগঠন তৈরী হবে, যার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকবে গ্রাম উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা কমিটি।

২. পুঁজিগঠন ঃ

প্রথমেই ৮৫,০০০ গ্রামে গ্রাম প্রতি ৬০টি দরিদ্র পরিবারের পুঁজি গঠন করা হবে। দরিদ্র মানুষের সঞ্চয়ে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে গঠিত পুঁজিতে তাদের অংশীদারিত্ব ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাদের সাপ্তাহিক/মাসিক সঞ্চয়ের বিপরীতে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প হতে সমপরিমাণ (তবে মাসে ২০০ টাকার অধিক নয়) অর্থ প্রদান করা হবে। অর্থাৎ রহিম বা রহিমা সপ্তাহে ৫০/- (পঞ্চাশ) বা মাসে ২০০/- (দুইশত) টাকা জমা দিলে বছরে তার জমা হবে ২৪০০/- টাকা এবং সরকার বছরে তিন কিস্তিতে তার একাউন্টে জমা দিবে ২৪০০/- টাকা। অর্থাৎ রহিমার বছরে পুঁজি গঠিত হবে ৪৮০০/- টাকা এবং প্রকল্প কালীন ২ বছরে তার পুঁজি হবে ৯,৬০০/-, যা ব্যাংক সুদসহ দাঁড়াবে ১০,০০০/- টাকায়। অন্য দিকে প্রতি গ্রামে গঠিত উক্ত ৬০ সদস্যের সমিতিতে প্রকল্প থেকে বছরে তিন কিস্তিতে ১,৫০,০০০/- টাকা প্রদান করা হবে সমিতির নিজস্ব মূলধন হিসেবে। অর্থাৎ সমিতিভুক্ত ৬০টি দরিদ্র পরিবারের বাৎসরিক মূলধন দাঁড়াবে (৬০ জন x ৫,০০০ = ৩,০০,০০০ + সমিতিতে দেয় ১,৫০০০০) ৪,৫০০০০/- টাকায়, দুই বছরে এ মূলধন হবে ৯,০০,০০০/- টাকা।

৩. দক্ষতা বৃদ্ধি/প্রশিক্ষণ ঃ

প্রতিটি গ্রামের সমিতিভুক্ত ৬০টি পরিবার থেকে প্রাথমিকভাবে মূল ৫টি বিষয়ে-মৎস্য চাষ, পশু পালন, নার্সারী, সব্জি চাষ ও হাঁসমুরগি পালনের উপর ৫ জন করে মোট ৪,২৫,০০০ সদস্যকে মাস ব্যাপি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে, যারা হবে স্বেচ্ছাসেবী অগ্রপথিক। এ সকল স্বেচ্ছাসেবী কর্মী বাকি সদস্যদের প্রশিক্ষণসহ খামার প্রতিষ্ঠায় সার্বিক সহায়তা দেবে। প্রয়োজনে সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে তারা প্রদর্শনী খামার তৈরি করবে যা থেকে অন্যরা নামমাত্র মূল্যে প্রয়োজনীয় বীজ ও অন্যান্য সহায়তা নিতে পারবে। এভাবে শুধু সমিতিভুক্ত ৬০ জন নয়, গ্রামের বাকি জনগণও তাদের নার্সারী হতে বীজ/গাছসহ অন্যান্য সহযোগিতা গ্রহণ করে গোটা বাংলাদেশে একটি বাড়ি একটি খামার আদলে স্থায়ী জীবিকা সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে, গ্রাম হয়ে উঠবে সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র বিন্দু।

CamScanner

৪. কর্মসুযোগ সৃষ্টি ঃ

সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সদস্যদের জমা এবং সমিতি প্রতি বাৎসরিক ১,৫০,০০০/- টাকা পরিপূর্ণভাবে সুদহীন, যা সমিতি Revolving তহবিল হিসেবে ব্যবহার করবে। সমিতি সাপ্তাহিক সভায় মিলিত হয়ে কোন সদস্য কি কাজ করতে চায় তাকে সে কাজ করতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করবে। সদস্য সমিতি কর্তৃক নির্ধারিত কিস্তিতে সামান্য সেবামূল্যে উক্ত অর্থ সমিতির হিসাবে জমা করবে। উল্লেখ্য, এই সেবামূল্য বা লভ্যাংশ সমিতির তহবিলে জমা হবে এবং বছর শেষে নীতিমালা অনুসারে সকল সদস্যের মধ্যে তা বন্টন করা হবে। গ্রামীণ দরিদ্র জনগণ নিজেদের প্রয়োজনে নিজেদের মত করে নিজেরা সিদ্ধান্ত নিয়ে তাদের সঞ্চয় ও সরকারের দেয়া সঞ্চয় মিলিয়ে জীবিকায়নের মাধ্যমে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম হবে।

৫. প্রকল্পের বিশেষত্ব ঃ

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, দেশের প্রায় ৯০ ভাগ প্রকল্পে প্রকল্প ব্যয় বা বরাদ্দ থেকে উপকারভোগীর কাছে পৌঁছায় ২৫-৫০ ভাগ। একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৫,৯২৫ কোটি টাকা, যেখানে মোট উপকারভোগী হবে ৪ কোটি মানুষ। সরকারের বিশেষায়িত এ প্রকল্পের সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে প্রকল্প ব্যয়ের চেয়ে প্রকল্প শেষে সঞ্চয়ের পরিমাণ ৩০% বেশি। প্রকল্প ব্যয় ৫,৯২৫ কোটি এবং ৮৫,০০০ সমিতির সঞ্চয়ের পরিমাণ ৭,৬৫০ কোটি টাকা। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে মূলধনের জন্য সুদখোর মহাজন বা এনজিওদের নিকট যেতে হবে না এবং ঋণের বোঝাও বইতে হবে না।

৬. আর্থিক নিরাপত্তা ঃ

প্রকল্পের আওতায় ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে মনিটরিং ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হবে। প্রতিটি গ্রামকে Tele Networking এর আওতায় এনে ডাটাবেজ তৈরীসহ আর্থিক লেনদেন বাস্তবায়ন করা হবে। Flexiload System এর মাধ্যম প্রতিটি সদস্যের জমা কেন্দ্রীয় হিসাবে জমা হবে। Manually অর্থ সংগ্রহ ও জমা ব্যবস্থাকে নিরুৎসাহিত করে ১০০ ভাগ আর্থিক ব্যবস্থাপনা মোবাইল নেটওয়ার্কিং এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে বাস্তবায়িত হবে। ডাটাবেজ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ৫১ লক্ষ সদস্যের প্রতিটি ব্যক্তির তথ্যাদি সংরক্ষণ এবং স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সকল ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়িত হবে। এ লক্ষ্যে ইতিমধ্যে একটি Software তৈরী করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে অবাধ তথ্য প্রবাহে সংযুক্ত করার মাধ্যমে সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার উদ্যোগ বাস্তবায়িত হবে। সর্বোপরি সরকারের ৫,৯২৫ কোটি টাকার প্রতিটি পয়সার যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত করে গরীবের ভাগ্যোন্নয়নসহ ক্ষমতাসীন সরকারের ভিশন-২০২১ এর দারিদ্র্য বিমোচন তথা মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

৭. প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ঃ

প্রকল্প অফিস

প্রধান কার্যালয় ঃ পল্লী ভবন (ষষ্ঠ তলা), ৫ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
জেলা কার্যালয় ঃ বিআরডিবির জেলা কার্যালয়
উপজেলা কার্যালয় ঃ উপজেলা পরিষদ/পল্লী ভবন/ইউসিসিএ ভবন

জনবল

অনুমোদিত জনবল ঃ ৩৯৬৬ জন
প্রধান কার্যালয় ঃ ৩৮ জন
জেলা কার্যালয় ঃ ৬৪ জন বিআরডিবি'র জেলা পর্যায়ের উপপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
উপজেলা কার্যালয় ঃ ৪৮২ জন উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
ঃ ৪৮৩ জন উপজেলা সমন্বয়কারী (প্রকল্প কর্মকর্তা)
ঃ ৪৮৩ জন কম্পিউটার অপারেটর, ৯৬৬ জন মাঠ সংগঠক এবং ১,৯৩২ জন মাঠ সহকারী।

কমিটি ঃ

* মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে উপদেষ্টা কাউন্সিল
* স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি
* সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের নেতৃত্বে আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি
* জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে জেলা বাস্তবায়ন ও তদারকি কমিটি
* উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে উপজেলা বাস্তবায়ন ও তদারকি কমিটি
* উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে উপজেলা ক্রয় কমিটি
* ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে ইউনিয়ন বাস্তবায়ন ও তদারকি কমিটি
* গ্রাম সংগঠনের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে গ্রাম কমিটি

মূল বৈশিষ্ট্য ঃ

* প্রকল্পভুক্ত প্রতিটি পরিবারকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু এবং গ্রাম সংগঠনকে স্বনির্ভর অর্থনৈতিক ইউনিটে রূপান্তর;
* দারিদ্র্য বিমোচনকে অগ্রাধিকার প্রদান ও সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন;
* হত দরিদ্র ও অতিদরিদ্রের অগ্রাধিকার প্রদান;
* অপেক্ষাকৃত ব্যয় সাশ্রয়ী;
* পুঁজি গঠন;
* পশ্চাৎপদ ও অনগ্রসর এলাকার উন্নয়নে গুরুত্বারোপ;
* তথ্য প্রযুক্তিতে (ICT) তৃণমূল জনগোষ্ঠীর প্রবেশাধিকার;
* স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (LGIs) ও সরকারি-বেসরকারি বিভাগ ও সংস্থার (NBDs-NGOs) মধ্যে কার্যকর সংযোগ ও সমন্বয়;
* উপকারভোগী, জনপ্রতিনিধি এবং সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তাদের যৌথ অংশগ্রহণ, সম্পৃক্ততা ও দায়বদ্ধতা।

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প

ওয়েব সাইট : www.ebek-rdcd.gov.bd
ই-মেইল: headoffice@ebek-rdcd.gov.bd

দিন বদলের স্বপ্ন সবার
"একটি বাড়ি একটি খামার"

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র টুঙ্গীপাড়ার দাড়িয়ারকুল গ্রাম উন্নয়ন সমিতির উপদেষ্টা সদস্যপদ গ্রহণ

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

CamScanner